গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৫০০

তারিখঃ ৩১ আশ্বিন ১৪২৬
১৬ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">আগস্ট'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">সেপ্টেম্বর'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৪</td><td>০১</td><td>০৫</td><td>০১</td><td>০</td><td>০১</td><td>০৪</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০৫</td><td>০</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৫</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২০</td><td>০২</td><td>২২</td><td>০১</td><td>০</td><td>০১</td><td>২১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৮</td><td>০১</td><td>১৯</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>১৭</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৭</td><td>০৪</td><td>৫১</td><td>০৪</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>৪৭</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ৪টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২১টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৭টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৫টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২৫টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ২১টি, বিআরটিএ-তে ০৩টি, বিআরটিসি-তে ১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৩৩</td><td>০৪</td><td>৩২৩৭</td><td>০৬</td><td>০৬</td><td>০০</td><td>৩২৩১</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৬১</td><td>০৩</td><td>২৬৪</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৬৪</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৯০</td><td>০২</td><td>৯২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৯২</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৮৫</td><td>০৯</td><td>৩৫৯৪</td><td>০৬</td><td>০৬</td><td>০০</td><td>৩৫৮৮</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>যুগ্মসচিব (আইন) জানান-
(ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে।</td><td>(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে</td><td>অতিরিক্ত সচিব (আইন) দপ্তর/সংস্থা প্রধান/</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আই কর্মকর্তা (সক সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মক
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ৫৯টি কনটেম্পট মামলা ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে নতুন ০১টি মামলা রুজু হওয়ায় (কন: ৪৯৬/১৯) এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬০টি। ৬০টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলা ছিল ১০টি। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে সওজের ০৪টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২৩৩টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ০৪টি মামলা রুজু এবং ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩১টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার প্রতিদিনের Cause list সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন ৩২৩১টি মামলার তথ্য Database-এ অন্তর্ভুক্তি ও হালনাগাদ করার কাজ চলমান আছে।	(১) মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) প্রতিমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার নম্বরসহ বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশল সওজ/অতিরি সচিব (আইন)/যুগ্ম স (আইন)/এস্টেট আইন কর্মকর্ত (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৬১টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ৩টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬৪টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া, নিষ্পত্তিকৃত ১৩টি মামলার নকল স্বল্প সময়ের মধ্যে উঠানো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	(১) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত ১৩টি মামলার নকল উঠানো ব্যবস্থা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৯০টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯২টি। মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিআরটিসিতে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে সভা করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মামলার ধরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে চেয়ারম্যান বিআরসি জানান, অধিকাংশ মামলাই গাড়ীর লীজ সংক্রান্তে দীর্ঘদেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে অনেকেই শর্ত ভঙ্গ করেছেন। ফলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলাগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় মামলা করার ক্ষেত্রে বিআরটিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অথবা ডিপো ম্যানেজারগণ সঠিক সময়ে ও যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দিয়েছে। যে সকল কর্মকর্তা মামলা করার ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সে সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ধরণের মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) দীর্ঘদেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে বিআরটিসি'র যে সকল কর্মকর্তা সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সে সকল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) শর্ত ভঙ্গের দায়ে সৃষ্ট মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। আদালতের রায় প্রতিপালনের জন্য ডিটিসিএ-তে শূন্য পদের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ জনের নিয়মিতকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮ জনের ডিটিসিএ-তে নিয়মিতকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে আউট সোর্সিং এর শর্ত প্রত্যাহারে সম্মতি দিয়েছে। অর্থ বিভাগ গত ২৮/০৭/২০১৯ তারিখে গাড়ী চালক, ডেসপাস রাইডার এবং চেইনম্যান পদে সম্মতি প্রদান করেছে। তবে অফিস সহায়ক পদগুলোর বেতনস্কেল ভেটিংসহ আনুসাঙ্গিক কার্যাদি গ্রহণ করার জন্য মতামত দিয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতির বিষয়টি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ডিটিসিএ হতে আউটসোসিং এর ক্যাটাগরি অনুসারে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দপরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবানের কার্যক্রম চলমান আছে।	সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৭০	১,১৪০	৫,৭২০	৬১০	-	৭,৪৭০	৪২ (অঃ)	৭,৪২৮
বিআরটিসি	৩,১৫৯	২,১১৫	৯৫৩	৯১	-	৩,১৫৯	৫ (অঃ)	৩,১৫৪
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	-	২৭৭
ডিটিসিএ	২০	০৭	১২	০১		২০	১ (সাঃ)	১৯
ডিএমটিসিএল	১৪	০৪	১০	-	-	১৪	-	১৪
মোট	১০,৯৪৭	৩,৩০৯	৬,৯২৯	৭০৩	-	১০,৯৪৭	৪৮	১০,৮৯৯

উপসচিব (অডিট) জানান যে, আগস্ট ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১০,৯৪৭। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ৪৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৮৯৯টি।

(ক) যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিবেচ্য মাসে বিআরটিসি'র ১টি দ্বি-পক্ষীয় ও সওজ এর ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত এবং দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
	(ক) (২) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(খ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পেন্ডিং অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ব্রডশীট জবাব দ্রুত প্রেরণের সুবিধার্থে সকল অনুচ্ছেদের Audit Inspection Report (AIR) অডিট ব্যবস্থাপনা সফট ওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) অবহিত করেন সওজ এর ৫৫ টি অফিসের মধ্যে ৪৮টি অফিসের ব্রডশীট জবাব পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি অফিসের জবাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। জবাব পাওয়া গেলেই তা যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) অবহিত করেন ৪১টি অফিসের ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে যা পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব দ্রুত পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করেন এবং সওজ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ৭টি অফিসের ব্রডশীট জবাব সংগ্রহের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) সওজ অধিদপ্তর হতে ৫৫টি অফিসের ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
	(খ) (২) মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত ৪১টি ব্রডশীট জবাব যাচাই-বাছাই করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	
(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(গ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(ঘ) উপসচিব (অডিট) জানান, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্তে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিস্তারিত বিষয় জানিয়ে মহাপরিচালক পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনারগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঘ) ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্তে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
(ঙ) উপসচিব (অডিট) জানান, বিআরটিএ'র অনিষ্পন্ন সকল অগ্রিম আপত্তির ওপর ইতোমধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা শেষ হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।	(ঙ) কার্যবিবরণীর ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(চ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি-তে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ২০ অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।	(চ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(ছ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এর বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	(ছ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৫.</td><td colspan="2"><u>পেনশন কেইস:</u>
<table>
<tr><th>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা</th><th>বিগত মাস হতে আগত</th><th>বিবেচ্যমাসে আগত</th><th>মোট</th><th>বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট অনিস্পন্ন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৪</td><td>-</td><td>০৪</td><td>-</td><td>০৪</td><td>দীর্ঘ পেন্ডিং</td></tr>
<tr><td>সওজ অধিদপ্তর</td><td>২১</td><td>৪</td><td>২৫</td><td>৩</td><td>২২</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৬১</td><td>৪</td><td>১৬৫</td><td>-</td><td>১৬৫</td><td>গ্র্যাচুইটি</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৮৬</td><td>৮</td><td>১৯৪</td><td>৩</td><td>১৯১</td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ক.সওজ:
(১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিস্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে পেনশন আদেশ জারির লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।</td><td>(১) (ক) ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

(১)(খ) নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে পেনশন আদেশ জারির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ</td></tr>
<tr><td></td><td>খ. বিআরটিসি:
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।</td><td>প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td><u>আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:</u>
ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:
সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক প্রমিতীকরণকৃত মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়াটি "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি" এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ২৩/০৯/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</td><td>খসড়া আইনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)</td></tr>
<tr><td></td><td>খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:
যুগ্মসিচব (বিআরটিএ) জানান, প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ এর খসড়া দ্রুত সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত কমিটিকে সহযোগিতা করার জন্য বিআরটিএ'র অভিজ্ঞ ০২ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন দক্ষ কম্পিউটার অপারেটরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। বিধিমালা প্রণয়ন কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ রোষ্টারভিত্তিক নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছেন। কয়েক দিনের মধ্যে বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। আগামী নিরাপদ সড়ক দিবসের পূর্বে বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।</td><td>নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সড়ক পরিবহন ২০১৮ এর বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কাজ শেষ করতে হবে এবং নিরাপদ সড়ক দিবসের পূর্বে বিধিমালা ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ নিতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসিচব (আইন/বিআরটিএ)</td></tr>
<tr><td></td><td>গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন:
নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ চূড়ান্ত যাচাই ও স্বাক্ষরের নিমিত্ত ১১/০৯/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ডিটিসিএতে পাওয়া গিয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এটি জারি করা যাবে মর্মে তিনি অবহিত করেন।</td><td>ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ চূড়ান্ত যাচাই ও স্বাক্ষরপূর্বক জারি করতে হবে।</td><td>নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ</td></tr>
<tr><td>৭.</td><td><u>বৃক্ষরোপন :</u>
প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান-
(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ২ কিলোমিটার করে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, বৃক্ষপালন সার্কেল কর্তৃক বিভিন্ন মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত গাছের মধ্যে মৃত/নষ্ট হওয়া গাছের স্থলে পুনরায় নতুন গাছের চারা দ্বারা গ্যাপ ফিলিং এর কাজ সেপ্টেম্বর'১৯ সময়ের মধ্যে শেষ হয়েছে। রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং পরিচর্যার অব্যাহত আছে।</td><td>(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর পরিচায়ার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) এর ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা হতে মতামত পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (ঘ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে থোক বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানের মৃত/নষ্ট হওয়া গাছের স্থলে নতুন চারা রোপণের কাজ শেষ হয়েছে।	(গ) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে থোক বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা জানা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন।	জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (১) ২৪/০৯/২০১৯ তারিখ সিলেট সড়ক বিভাগাধীন মৌলভীবাজার -রাজনগর - ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের ৪৪ তম কিলোমিটারে সড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৩০ টি কংক্রিটের ছাদসহ পাকা দোকান, ৫৭টি পাকা দোকান, ৫৩টি কাঁচা দোকানসহ মোট ১৪০টি অবৈধ উচ্ছেদ করা হয়। এতে ১.১৫ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ০৬ কোটি টাকা। (২) ৩০/০৯/২০১৯ তারিখ ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সওজ অধিদপ্তরের মহাখালিস্থ আমতলী বাজারে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১২৩টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৪০ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৬ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক ০৮/০৯/২০১৯, ০৯/০৯/২০১৯, ১১/০৯/২০১৯, ১২/০৯/২০১৯, ১৩/০৯/২০১৯, ১৪/০৯/২০১৯, ১৫/০৯/২০১৯, ১৬/০৯/২০১৯, ১৭/০৯/২০১৯, ১৮/০৯/২০১৯, ২২/০৯/২০১৯, ২৫/০৯/২০১৯ ও ২৮/০৯/২০১৯ তারিখে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর জোনের অধিভুক্ত এলাকায় সওজের বিভিন্ন জায়গা হতে ৭০১৩টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ২৫৯.১১ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য ১১৬২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা কম/বেশী। এছাড়া, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময় জব্দকৃত মালামাল তাৎক্ষণিক উন্মুক্ত নিলাম করে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ৮৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন)-কে ধন্যাবাদ জানান এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সওজের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(খ) অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সওজের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের খুলনা জোনে একজন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে কিন্তু তিনি এখনও যোগদান করেননি। পদায়নকৃত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	পদায়নকৃত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (চট্টগ্রাম) জানান, (ক) ০৪/০৯/২০১৯ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের কর্ণেলহাট সিটি কর্পোরেশনের মার্কেট সংলগ্ন স্থান হতে ৩০০ মিটার উত্তর পর্যন্ত (ঢাকা অভিমুখে মহাসড়কের ডানপার্শ্বে) সওজ এর মালিকানাধীন ভূমি হতে ৩০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ০.৫০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২০ কোটি টাকার কম/বেশী। (খ) ২৩/০৯/২০১৯ বান্দরবান সড়ক বিভাগাধীন কেরাণীরহাট-বান্দরবান মহাসড়কের ৭৩তম কিলোমিটারে বাজালিয়া বাজার নামক স্থানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এর রীট পিটিশন নম্বর-১৫২৪৮/২০১২ এর সরকার পক্ষে রায়ের প্রেক্ষিতে ৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এবং তৎসংলগ্ন সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা আরো ৫৫টি পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ০.৬৫ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান বাজারদর আনুমানিক ২.০০ (দুই) কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u> চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক)বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ১৩১৩টি মামলার মাধ্যমে ২৭,৭৫,০০০/- (সাতাশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা জরিমানা আদায়সহ ২১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ০৪টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/
	(খ) যথাযথ নিয়ম অনুসরণকরত: যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক এবং হাইওয়ে পুলিশকে পত্র দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগ ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) ২২টি মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	(ঘ) গাড়ীর অভ্যন্তরে ড্রাইভারের ছবি, নাম, মোবাইল নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর ঝুলিয়ে না রাখার কারণে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ৪৪টি মামলায় ২৬, ০০০/-(ছাব্বিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে।	(ঘ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন ৩৭০টি এবং এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জোন কর্তৃক ৩টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে।	সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১০.	**<u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u>** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ীসমূহ সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২৯/০৯/২০১৯ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। অতিসত্বর কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে মালামাল হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	(ক) (১) অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ী নিলামে বিক্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা), জানান, টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(খ) ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), জানান, ৪৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সড়ক বিভাগের কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অবিশিষ্ট ৩০ টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত জায়গা নির্বাচন করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।	(গ) (১) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে এবং তদানুযায়ী বরাদ্দ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(গ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।	
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) TO & E-তে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের বিষয় দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	খ. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ৮ জন কর্মচারির নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে ৮ জন কর্মচারির নিয়মিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেষ্ট বোর্ডের (ডিটিসিবি) সভাপতি ও সদস্যদের প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মানী জনপ্রতি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা দুপুরের খাবার বাবদ জনপ্রতি ৩০০/- (তিন শত) টাকা এবং নাস্তা বাবদ জনপ্রতি ৪০/- (চল্লিশ) টাকা নির্ধারণে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। বিষয়টি বিআরটিএকে জানিয়ে দেয়া এবং এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।	বিআরটিএ'র ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেষ্ট বোর্ডের (ডিটিসিবি) সভাপতি ও সদস্যদের সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিভাগের সম্মতির বিষয়টি বিআরটিকে অবহিত করতে হবে এবং এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)/ যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** (১) দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানিয়েছেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এপিএ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।	(১) (ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) দপ্তর/সংস্থা'র প্রধানগণ মাঠ পর্যায় এপিএ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা করবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)
	(২) দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানিয়েছেন, এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা হিসাবে প্রশংসাপত্র, Crest, Letter of Appreciation এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরের আয়োজন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(২) এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা হিসাবে প্রশংসাপত্র, Crest, Letter of Appreciation এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরে ব্যবস্থা করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)
	(৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৪/০৯/২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১ম প্রান্তিকের অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিটিসিএ'র ন্যায় অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে ১ম প্রান্তিকের অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	(৩) দপ্তর/সংস্থা'র প্রধানগণ ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১ম প্রান্তিকের অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনার সভা আহবান করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১ম প্রান্তিকের NIS কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শতভাগ। এছাড়া অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ওপর নৈতিকতা কমিটির সভা ২৬/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচা করা হয়। এছাড়া, ১৩/১০/২০১৯ তারিখে অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে এবং ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকা পয়েন্ট কর্মকর্ত শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(গ) Grivance Redress System - GRS : (১) ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৮টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ২৮টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ২৪টি নিস্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধা GRS ফোকা পয়েন্ট কর্মক
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, ভাড়া আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ১৭৩টি মামলায় ২,৩৫,১০০/- (দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশত টাকা) টাকা আদায় করা হয়েছে।	(২) ভাড়া আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঘ) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড: যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের ওপর দীর্ঘদিন পর অর্থ বিভাগ হতে সম্প্রতি মতামত পাওয়া গিয়েছে। ইতোপূর্বে প্রাপ্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার মতামত সমন্বয় করে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির আহবায়ক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয় বর্তমানে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন কাজ করছেন। এটি সম্পন্ন হওয়ার পর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করবেন। এ বষিয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালাটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিধিমালা প্রণয়নের কাজ স্থগিত না রেখে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলো চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) প্রাপ্ত মতামত সমন্বয় করে পরবর্তী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পার্যায়ের কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/প্রধা নির্বাহী কর্মক (স.র.ত.ব)
	(ঙ) Public Sevrice Innovation: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালা আগামী ১-২ নভেম্বর অথবা ১৫-১৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ব্র্যাক সিডিএম-এ অথবা আশেপাশে অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে।	(১) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নভেম্বর ২০১৯ মাসে সুবিধাজনক সময়ে উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ উপসচিব (সও গেজেটড ও সংস্থাপন)
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, আগস্ট'১৯ মাসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৬৫৭টি নথি ও ৪৫৮টি পত্রজারি, সওজ অধিদপ্তর ১৫২টি নথি ও ১৫৮টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৫৯টি নথি ও ৭১টি পত্রজারি, বিআরটিসি ৭৩টি নথি ও ১৮টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৭টি নথি ও ৫টি পত্রজারির মাধ্যমে ই-ফাইল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে অবহিত করেন, দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম কমে গিয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। দপ্তর সংস্থার ই-ফাইল কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি অধিদপ্তর/কর্তৃপ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টে এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকা
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে ০৯/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যপত্র/নির্দেশনার আলোকে এ বিভাগের করণীয় বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে শীঘ্রই এ বিষয়ে সভা আহবান করা হবে।	সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে সভার আয়োজন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরি সচিব (প্রশাস যুগ্মপ্রধান/ সিনি সহকারী প্রধা (বৈদেশিক সহা শাখা)
১৩.	**বিবিধ:** **ক. Rapid Pass:** (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৫/৯/২০১৯ তারিখ হতে বিআরটিসি'র আজিমপুর-মোহাম্মদপুর সার্কুলার AC বাসে Rapid Pass এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ে সার্কুলার রুটের ৫টি ষ্টপেজে প্রচারণা কার্যক্রম করা হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক সভায় অবহিত করেন Rapid Pass এর ব্যবহার জনপ্রিয় এবং জনসাধারণকে সেবার আওতায় আনার জন্য ঢাকা মহানগরীতে চলাচলরত বিআরটিসি এসি বাসসহ ব্যক্তি মালিকাধীন সকল এসি বাসে বাধ্যতামূলকভাবে Rapid Pass এর ব্যবহার চালু করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে, বেসরকারি কোম্পানির এসি বাসের রুট পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে Rapid Pass ব্যবহারের শর্ত আরোপ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ সভাকে অবহিত করেন। (২) (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে বিআরটিসি'র চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (২) (খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআরটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) ঢাকা মহনগরীতে বিআরটিসি এসি বাসসহ ব্যক্তি মালিকাধীন সকল এসি বাসে Rapid Pass এর ব্যবহার চালু করার লক্ষ্যে রুট পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে Rapid Pass এর ব্যবহার শর্ত আরোপের বিষয়ে বিআরটিএ ও রুট পারমিট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (RTC) এর সাথে ডিটিসিএ যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। (২) (ক) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (২) (খ) বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআরটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ প্র পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালি
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টরদের নিকট হতে বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও দীর্ঘদেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। শর্তভঙ্গের দায়ে কাদের বিরুদ্ধে এবং কী ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভাকে অবহিত করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শর্তভঙ্গের দায়ে কার বিরুদ্ধে এবং কী ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: (১)প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডি.ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত জনাব মোঃ জিকরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, মনিটরিং সার্কেল, ঢাকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে জানুয়ারি - সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করা হচ্ছে।	(১) ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দিক নির্দেশনা দিতে হবে। (২) ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যয়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ এবং ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব ডিটিসিএ
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: (১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৫টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ২২টি, ৩য় শ্রেণির ১৫টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১২টি শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ২২টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২টি পদ সংরক্ষণ করে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১৪টি পদ পূরণ করা হবে। সম্প্রতি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩২ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করায় বর্তমানে শূন্য ২৭টি পদ পরবর্তীতে পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২ টি পদের মধ্যে ১৪০টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ম ও ৯ম গ্রেডের ২২টি পদের লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০ম থেকে ১৭তম গ্রেডের কর্মচারিদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ করা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলছে। ডিটিসিএ'র রাজস্ব খাতে আউটসোসিং এর মাধ্যমে ১৩টি অফিস সহায়ক, ১১টি গাড়ীচালক, ১টি ডেসপাস রাইডার এবং ১টি চেইনম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। জনবল নিয়োগের উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবানের কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৯ অনুমোদনের পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি:** বিআরটিসি'র ৫৮৯৩ টি পদের মধ্যে ২৫৯৯টি শূণ্য রয়েছে। তন্মধ্যে ১৬তম গ্রেডের ৩০২ জন অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হিসাব সহকারি গ্রেড-২ পদে ২১ জন নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট শূন্যপদগুলো বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে, ১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে এবং ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১ টি পদের মধ্যে ৪৪০৭টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৬৩ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৪৫টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। সিকিউরিটি অফিসার ১টি ও সিকিউরিটি গার্ড (পোশাকধারী নিরাপত্তা প্রহরী) এর ৬৪টি পদ পূরণ পক্রিয়াধীন ওয়ার্কচার্জড সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩৯৫৭টি শূন্য পদে বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শুন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকা
	ছ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদসময়ে এ বিভাগের প্রশাসন শাখা হতে সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা হতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে। নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:		
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১২/০৯/২০১৯ তারিখে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।	দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমিালা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত করার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ওপর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রস্তাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব একনেকে অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্প অনুমোদনকরতঃ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।	এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব একনেকে অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জানা যায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশল সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থের সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে আগামী ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এ্যাপ্লিকেশনে ট্যাক্সক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ অনুযয়ী সার্বোচ্চ ভাড়ার বিষযটি যাচাই করে অনুমোদন করা হয়েছে।	রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর অধীনে খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত করতে গঠিত কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।	নিরাপদ সড়ক দিবসের পূর্বে কমিটি কর্তৃক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০/০৯/২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডিটিসিএ-তে Inception Report দাখিল করেছে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৬/১০/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব